ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, গহনা প্রস্তুতকরণ, পুনপ্রক্রিয়াজতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধকী ব্যবসা ও রপ্তানি বিষয়ক নীতিমালা[১]

(২৬ নভেম্বর ২০১৭)

১. প্রেক্ষাপট

আবহমানকাল ধরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা, স্বল্প আয়তনে উচ্চ মূল্যের আধার ও দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বিশ্বব্যাপি মানুষের কাছে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বর্ণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, ক্রয়-বিক্রয়. ভোক্তা-স্বার্থ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নয়ন, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নাই। দেশের স্বর্ণখাত সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে নির্ভরযোগ্য জরিপ বা গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই চাহিদার আনুমানিক দশ শতাংশ স্বর্ণ তেজাবি স্বর্ণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮-৩৬ মেট্রিক টন যার সিংহভাগ চোরাচালানের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে বলে আশংকা করা হয়। চোরাপথে ও ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগ, ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বিশেষত স্বর্ণালঙ্কার অধিকহারে প্রবেশের ফলে এবং স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে চাঁদাবাজি ও ডাকাতির ঘটনায় বাংলাদেশের স্বর্ণালঙ্কার শিল্পও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সাম্প্রতিককালে বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হিসাব-বহির্ভূত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটকের ঘটনায় (একটি জুয়েলারী প্রতিষ্ঠান 'হিসাব-বহির্ভূতভাবে মজুতকৃত ১৫.১৩ মণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার'সহ) এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব বিরাজমান। এছাড়া অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার

[১] মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক টেলিফোনের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত এই নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তাবনাটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়। বর্তমান খসড়াটি তারই পরিমার্জিত সংস্করণ।

এসব কর্মকান্ডকে সহজতর করছে বিধায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে। পরোক্ষভাবে এর ফলে সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে।

স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে পৃথক একটি খাত যেখানে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষ। এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (পুরাতন অলঙ্কার গলিয়ে প্রাপ্ত 'তেজাবি স্বর্ণ' এবং বার, বুলিয়ন, পিণ্ড প্রভৃতি আকারে কাঁচা স্বর্ণ) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে সংগৃহীত হয়ে আসছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী কারিগরদের দক্ষতার জন্যে খ্যাতি রয়েছে এবং নকশার বৈচিত্র ও সূক্ষ্মতার জন্যে বাংলাদেশের কারিগরদের দ্বারা তৈরি স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি বাজারে সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বর্ণখাত একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও লেনদেন, মাননিয়ন্ত্রণ, ক্রয়-বিক্রয় রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ভোক্তা ও শ্রম অধিকার, স্বর্ণভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণবাজার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি। একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা। স্বর্ণখাতকে একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। যা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিসহ এই খাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশের যেমন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এখাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

২. লক্ষ্য

এই নীতিমালার লক্ষ্য হলো স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, স্বর্ণভিত্তিক বন্ধকী ব্যবসা ও রপ্তানি বিষয়ক একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতিকাঠামো প্রস্তাবে সহায়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান যার ভিত্তিতে স্বর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাংঙ্গ, টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

৩. উদ্দেশ্যসমূহ

১. স্বর্ণ আমদানি, বাণিজ্যিক মজুত, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, ক্রয়-বিক্রয়, স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, বন্ধকী ব্যবসা ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির একটি আইনি কাঠামোসহ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন।

২. স্বর্ণখাতের জন্য ব্যবসা-বান্ধব ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৩. ভোক্তা/ক্রেতা, কারিগর/শ্রমিক ও ব্যবসায়ীসহ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বার্থ সংরক্ষণ।

৪. সকল অংশীজনের অংশীদারিত্ব ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

৪. পরিধি

এই নীতিমালার আওতাভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো হলো- আইনি কাঠামো, স্বর্ণের বাজার, বাণিজ্যিক মজুত, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ আমদানি, স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার, বন্ধকী ব্যবসা, তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা।

৫. স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও এই খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ এবং সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সাম্প্রতিককালে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক ও উদ্ধার তৎপরতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাংলাদেশ কাস্টমস এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান উদ্যোগ হিসেবে স্থল (বেনাপোল) ও বিমান (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) বন্দরে 'মেটাল ডিটেক্টর' ও 'আর্চওয়ে' সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'কার্গো এরিয়া'তে সীমিত সংখ্যাক ব্যাগেজ স্ক্যানিং যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে, জনবল সংকট নিরসনে বর্তমানে প্রবেশ স্তরে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে।

৬. স্বর্ণ নীতিমালার উপাদানসমূহ

৫.১ স্বর্ণ খাতকে একটি পূণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। কর প্রদান সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিষ্ঠানের মজুত সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হবে। উক্ত নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সকল ব্যবসায়ীকে সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত লাইসেন্স অনুমোদন পদ্ধতি ও ফি পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

৫.২ স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে 'ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার' (ইসিআর)/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার ব্যবস্থা/ মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন করা হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন - দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মোট লেনদেনকৃত স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। ভ্যাট জালের পরিধি সম্প্রসারণ করে সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ভ্যাটের আওতাধীন করা হবে। স্বর্ণ বাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার বন্ধে নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ ও হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ জব্দ করা হবে।

৫.৩ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুত

সর্বশেষ বছরের বিক্রিত স্বর্ণের বিপরীতে মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করার বৈধতা প্রদান এবং নির্ধারিত পরিসীমার অতিরিক্ত স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের মজুত বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিভিন্ন সময়ে জব্দকৃত স্বর্ণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেও কাছে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বর্ণ ওয়্যারহাইজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। একটি নির্ধারিত সময় অন্তর উক্ত ওয়্যার হাউজের খোলা বাজারে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শুধু বৈধ ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা করা হবে।

৫.৪ স্বর্ণমান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ

৫.৪.১ মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা/নিশ্চিতকরণ: সরকারি মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা অথবা সরকার বিবেচিত অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণ মানযাচাই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সেবা সহজে ও সুলভে পেতে রাজধানীসহ সকল জেলা শহরে পর্যায়ক্রমে সরকারিভাবে পরীক্ষাগার স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীগণ সরকারি বা সরকার অনুমোদিত পরীক্ষণ ফলাফলকে স্বীকৃতি দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাবেন। সনাতন স্বর্ণসহ সকল প্রকার স্বর্ণের মান নির্ণয় ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকারি মাননির্ধারক প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার অনমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার সাপেক্ষে স্বর্ণের মান ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাই নিশ্চিত করা হবে।

৫.৪.২ হলমার্ক চিহ্নের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা: আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাধ্যতামূলকভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের মানজ্ঞাপক হলমার্ক চিহ্ন সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হবে। অর্থাৎ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণের উপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদে উল্লেখ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ, যেমন - ২৪ ক্যারেটে ৯৯.৯৯ শতাংশ, ২২ ক্যারেটে ৯১.৭০ শতাংশ, ২১ ক্যারেটে ৮৭.৫০ শতাংশ, ১৮ ক্যারেটে ৭৫ শতাংশ, ১৪ ক্যারেটে ৫৮.৩০ শতাংশ, ১০ ক্যারেটে ৪১.৭০ শতাংশ ও ৯ ক্যারেটে ৩৭.৫০ শতাংশ ইত্যাদি পরিমাণের উপস্থিতির উল্লেখ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্যারেটভিত্তিক স্বর্ণের মান ও ওজনে বিচ্যুতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৪.৩ স্বর্ণবাজার পরিবীক্ষণ: স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নিশ্চিতকরণ ও বাজার পর্যায়ে তা পরিবীক্ষণ উদ্দেশ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। যেকোনো প্রকার মান বিচ্যুতির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

৫.৫ স্বর্ণ আমদানি

৫.৫.১ পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস ও আমদানি অবাধকরণ

৫.৫.১.১ শুল্ক হ্রাসকরণ: বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতে একটি সুষ্ঠু বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনা হবে। রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হবে।

৫.৫.১.২ আমদানি অবাধকরণ: প্রারম্ভিক পর্যায়: শুল্ক হ্রাসের ন্যায় গোটা স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণ প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে হ্রাসকৃত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির জন্য সুযোগ দেওয়া হবে। ব্যাংকসমূহ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীদের জন্যে বার্ষিক চাহিদার ভিত্তিতে স্বর্ণ আমদানি করতে পারবেন। তবে কোনো ব্যবসায়ী কর্তৃক পেশকৃত চাহিদার পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার প্রতিষ্ঠানের ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড অনুযায়ী সর্বশেষ অর্থ বছরের লেনদেনকৃত স্বর্ণের পরিমাণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে নির্ধারণ করা হবে। ব্যাংকসমূহের স্বর্ণ আমদানি কার্যক্রম পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যৌথ তদারকির অধীনে পরিচালিত হবে এবং যেকোনো ধরণের ঘাটতি বা ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যাংক বিশেষের লাইসেন্স বাতিলসহ কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৫.৫.১.৩ আমদানি অবাধকরণ: চূড়ান্ত পর্যায়: এ পর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ এবং সার্বিক বাজার প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় এনে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহের ন্যায় অবাধ করা হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা সাধারণ ব্যবসায়ী সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন বা বাজার চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে স্বর্ণ আমদানি করতে পারবেন। তবে ইতোমধ্যে অন্যান্য যেসকল দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সিঙ্গাপুর, ইত্যাদি স্বর্ণ আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় অবাধ করেছে সেসব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে এনে চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অবাধকরণ করা হবে। তবে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রতিবেশী দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের জন্যে বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। সীমান্ত পথে যেন স্বর্ণ প্রতিবেশী দেশে চোরাচালান না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এসকল পদক্ষেপের সাফল্য ও কার্যকরতা বিবেচনা সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধের পদক্ষেপ নেয়া করা হবে।

৫.৫.২ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকার নির্ধারিত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা করা হবে। নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, সর্বশেষ অর্থ বছরে লেনদেনকৃত স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির পরিমাণের (ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড/মূসক চালান অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক প্রয়োজনে স্বর্ণের ক্রয়মূল্য সমন্বয় করে (বাড়িয়ে) শুধু বাংলাদেশি

নাগরিকদের (ব্যবসায়ীদের) কাছে স্বর্ণ বিক্রি করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে শুধু অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে হ্রাসকৃত শুল্কে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের জন্য স্বর্ণ আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বিধি-বহির্ভূতভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৫.৩ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা কার্যকর প্রয়োগ

৫.৫.৩.১ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন: দেশীয় স্বর্ণালঙ্কার শিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিদ্যমান বিধান সংশোধন করা হবে। বিনাশুল্কে যাত্রীপ্রতি বাৎসরিক সর্বাধিক দু'বার সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম করে স্বর্ণালঙ্কার আনার সুযোগ প্রদান করা হবে। স্থল ও বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাত্রীর কর্তৃক আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালঙ্কার সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও যাত্রীকে রশিদ প্রদান করা হবে। শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে মূল্য সমন্বয় ও শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, স্বর্ণ দোকানসহ বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী নিজে ছাড়া মালিকের পক্ষে অন্য কেউ বাহক হিসেবে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারবেন না। এই সুযোগ অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

৫.৫.৩.২ যাত্রী ও ব্যাগেজ তল্লাশির পরিধি সম্প্রসারণ: সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা তথ্য বিবেচনাপূর্বক চোরাচালানের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে বিশেষত বিমানবন্দরে এসব দেশ হতে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৬ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার

৫.৬.১ রপ্তানি সনদ: সকল ফি অনলাইনে জমাদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। তবে সনদপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালানসহ কোনো প্রকার প্রতারণা ও আইন-বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার জন্য নিম্ন আদালতে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত সনদ বাতিল করা হবে।

৫.৬.২ রেয়াত ও ভর্তুকি: স্বর্ণালংকার রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদেরকে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনামূলক বিশেষ ভর্তুকি বা সহায়তা প্রদান করা হবে। স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে রপ্তানি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে এবং সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৫.৬.৩ স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয়: সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অপচয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা হবে।

৫.৬.৪ 'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যারহাউজ' পদ্ধতির বিলুপ্তি: রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ' পদ্ধতি সুপারভাইজরের (সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) একক ও ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতাসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি থাকায় এই ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত করা হবে।

৫.৬.৫ রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: রপ্তানি বাণিজ্যের নামে চোরাচালান প্রতিরোধে সমগ্র রপ্তানি কার্যক্রম একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার সকল তথ্য- বন্দর কাস্টমস, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ এবং রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণাঙ্কারের পরিমাণ (ওজন) ও মানযাচাই নিশ্চিতকরণ করা হবে।

৫.৭ পরিবহন (ফ্রেইট) ও বীমা সমস্যার সমাধান

সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তাধীন হাই ভ্যালু কার্গোর, যেমন মুদ্রা, পাসপোর্ট পরিবাহী কন্টেইনার বিশেষ ব্যবস্থায় আমদানি করা হয় অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া পর্যায়েক্রমে অবাধ স্বর্ণ আমদানি সম্ভব করে তোলার লক্ষ্যে বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠান বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনের জন্য সম্মত হওয়ার সহায়ক পরিবেশ, যেমন- বন্দরে মালামাল চুরি, হারানো, নষ্ট হওয়া ও অযথা সময়ক্ষেপণ হ্রাস, ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করা হবে। বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনের জন্য সম্মত হন সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৮ ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিতকরণ

ক্রয়কৃত স্বর্ণালঙ্কারে বাধ্যতামূলকভাবে, বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে মান (ক্যারেট) অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর, খাদের পরিমাণ, পাথর, মজুরি ও ভ্যাটবাবদ মোট মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাজার পরিবীক্ষণের জন্য নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনা করা হবে। বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশ মেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারের হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা (স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান, ওজন, খাদ এসবের উৎসস্থল ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম) নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে স্বর্ণের দোকানে নিয়মিত ইনভেন্টরি অভিযান পরিচালনা করা হবে। এর মাধ্যমে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সনাক্ত ও বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৫.৯ স্বর্ণ শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার

স্বর্ণখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিকরা যেন ন্যায়সঙ্গত চুক্তিমূল্য ও পারিশ্রমিক/মজুরী পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কারিগর/শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া তাদের শ্রম আইন অনুযায়ী সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ যথাযথ শ্রম অধিকার, যথা- মজুরি, অংশীদারিত্ব, অভিযোগ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি সংরক্ষণ, নির্ধারণ ও মূল্যায়নে দেশে তুলনীয় অন্যান্য শিল্পখাতে যে চর্চা বিদ্যমান সে আলোকে কার্যকর নির্দেশনা রাখা হবে। স্বর্ণ

ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন- মালিকপক্ষের ব্যক্তিগণ কারিগরদের সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। একজন ব্যবসায়ী একইসাথে কারিগর ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত/নির্বাচিত হতে পারবেন না এই মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ

সরকার নির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় গোল্ডবণ্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন করা হবে। এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মান ও ভরের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের বিপরীতে স্থানীয় বাজারে স্বর্ণের মূল্য অনুযায়ী ক্রয়কৃত গোল্ড-বণ্ড বা সার্টিফিকেটের মূল্যমান নির্ধারণ করা হবে। এই সার্টিফিকেট/গোল্ড বন্ড, ব্যাংক বা ডাকঘরের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ভাঙ্গানোর গ্যারান্টি প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য ভারতে এ ধরণের বন্ড চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যেন গোল্ড-বন্ড ভাঙ্গানোর সময় গ্রাহক সাধারণ সঞ্চয় (অন্যান্য ক্ষেত্রে) ও বন্ডের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি মূল্য পান। উল্লেখ্য, জাতীয় 'প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রে' এই চর্চা (মুনাফা) বিদ্যমান। এভাবে সহজে বহনযোগ্য, নিরাপদভাবে সংরক্ষণযোগ্য এবং দ্রুত ভাঙ্গানোর নিশ্চয়তার মাধ্যমে এটিকে স্বর্ণে বিনিয়োগের একটি নিকটতম বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা করা হবে।

৫.১১ স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসাকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদের (বছরে ৩০% - ৪৮%) 'বন্ধকী' ব্যবসাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণায়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয়, বাস্তবমুখী ও কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে সুদের হার কমিয়ে আনতে ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দূর করার লক্ষ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত লগ্নী ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কারের বিপরীতে স্বল্প সুদের বিনিময়ে নগদ অর্থঋণের ব্যবস্থা করা হবে।[২] উভয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের 'ল্যাবটেস্ট' ('ফায়ার টেস্ট') ও 'হলমার্ক টেস্ট' অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান নির্ধারণ করা হবে।

৫.১২ চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

৫.১২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি: কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি সক্ষমতা বাড়িয়ে বন্দরসমূহ এবং স্বর্ণ ব্যবসা খাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সতর্ক প্রহরা (ভিজিলেন্স) নিবিড় করা হবে। এর অংশ হিসেবে স্থল ও বিমান বন্দরের সকল আগমনী ও বহির্গমন দরজায় সর্বাধিক প্রযুক্তির স্ক্যানার ও আর্চ-ওয়ে স্থাপনের (ইউরোপে- বিশেষ করে জার্মানিতে তৈরি) ব্যবস্থা এবং শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। বিমানবন্দরসমূহে আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মামলাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এর পাশাপাশি বিমান আরোহীদের খাদ্য, পানীয় ও মালামাল (কার্গো), বর্জ্য ও বর্জ্যবাহী মোটরযান/ বাহন ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের (ইউরোপে তৈরি) আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার'-এর ব্যবস্থা করা হবে। স্থল ও নৌ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। বিমানবন্দরসহ সকল বন্দরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলির ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আইন-

[২] দক্ষিণ কোরিয়ায় এ ধরণের ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি করা হবে। এর অংশ হিসেবে দুদক ও বিএফআইইউসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়মিতভাবে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে। চোরাচালান প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিমানবন্দরভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জনবল যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। নারী যাত্রীদের অনুপাতে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১২.২ কাস্টমস আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ: শুল্ক আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'চোরাচালানের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ'[৩] হতে আসা বিমান অবতরণের সাথে সাথে শুল্ক কর্মকর্তা ও অনুরূপ সংস্থা কর্তৃক বিনা বাধায় কার্গোহোলসহ বিমানের যেকোনো স্থান, বিমানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিনাবাধায় তল্লাশীর ক্ষমতা (শুল্ক আইনে প্রদত্ত) প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। একইসাথে, দক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অবৈধ স্বর্ণ বহনকারী ও চোরাচালান চক্রের সাথে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

৫.১২.৩ আটককৃত পণ্য মূল্যায়ন: আটককৃত পণ্যের বিপরীতে ধার্যকৃত অর্থ বাহকের সাথে না থাকলেও শুল্ক মূল্যায়ন সাপেক্ষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেসাথে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর বিষয়টির স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। এর অন্যথা হলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৫.১২.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ: প্রতিমাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের পরিসংখ্যানগত হিসাব ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এছাড়া প্রতিবছর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা করা হবে।

৫.১২.৫ 'সোর্সমানি' ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: রাষ্ট্রীয় অর্থ হওয়ায় চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত 'সোর্সমানি' যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে ব্যবহার হয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাৎসরিক বরাদ্দ ও বণ্টনকৃত (ব্যয়িত) 'সোর্সমানি'র পরিসংখ্যানগত তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

৫.১২.৬ ঝুঁকিভাতা বৃদ্ধি: স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান ও অবৈধ স্বর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান কিংবা অবৈধ পণ্য আটক করলে সংশ্লিষ্টদেরকে আকর্ষণীয় ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.১২.৭ প্রণোদনা প্রদান: বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে অধিকহারে এবং সরকারপক্ষ চূড়ান্তভাবে মামলায় জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদেরকে একটি যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় হলে বা অপব্যবহার করলে নেতিবাচক প্রণোদনা, যেমন - দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

[৩] যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।

৫.১২.৮ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন - বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর, দুদক ইত্যাদির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, যেমন- দ্রুত যোগাযোগ নথি ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, মামলা ও অভিযান পরিচালনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হবে। চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য আটক সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত কার্যক্রমে পুলিশের পাশাপাশি আটককারী সংস্থা সমন্বিত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভিযোগপত্র প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

৫.১২.৯ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্নকরণ: স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে জড়িত অভিযুক্তদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পরিবীক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে বিচার কার্যক্রম চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হন তবে তাকে দায়িত্বপালন হতে বিরত রাখার বিধান করা হবে। আইনের ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালত থেকে যাতে সহজে জামিন না পায় সে বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা হবে। ঢালাওভাবে সকল স্বর্ণ চোরাচালানের মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় দায়েরের পরিবর্তে চোরাচালানের পরিমাণসহ গুরুত্ব বিবেচনার ভিত্তিতে কাস্টমস আইন-১৯৬৯ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের বিধান সৃষ্টি করা হবে।[৪]

৫.১২.১০ আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ: সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সড়ক, আকাশ ও নৌপথে বাংলাদেশে প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার কার্যকর করতে প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.১৩ 'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫.১৪ স্বর্ণখাতের তথ্য সংরক্ষণ

দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলাম স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.১৫ স্বর্ণখাতের ওপর গবেষণা

সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে স্বর্ণখাতের ওপর সামগ্রিক গবেষণা পরিচালনা করা হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, বিদ্যমান সমস্যা ও সেসবের কার্যকর প্রতিকারসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের উপায় চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক গবেষণার উদ্যোগ

[৪] কোনো কোনো অভিজ্ঞ আইনজীবীর মতে সকল মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার ফলে বিচারক প্রমাণের ভিত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী না হলে খালাস দেওয়া ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যম কর্তৃক সহায়ক ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

৫.১৬ স্বর্ণনীতি বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। উক্ত টাস্কফোর্স প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও স্বর্ণখাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার খাতের জন্য প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন - স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, গহনা প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধকী ব্যবসা, রপ্তানি, ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বর্ণ শিল্পীদের শ্রম অধিকার বিষয়ক সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন করবে এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/সুপারিশমালা প্রদান করবে। এছাড়া স্বর্ণখাতে শুল্ক হ্রাস ও বাজার উন্মুক্তকরণের অংশহিসেবে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব ইত্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ জুয়েলারি খাতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করবে। সর্বোপরি, এই কমিটি স্বর্ণ নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৫.১৭ খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণ

একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে।